[স্ত্রী-ভূমিকা বর্জ্জিত শিশু-নাটক]

বিজয়সিংহ ও কর্ণার্জ্জুন প্রভৃতি নাটক প্রণেতা

কেশব সেন

প্রণীত

সুনির্ম্মল বসু

কর্ত্তৃক

গান রচিত

দেব সাহিত্য কুটীর

প্রকাশ করেছেন—
শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার
দেব সাহিত্য-কুটীর প্রাইভেট্ লিমিটেড্
২১, ঝামাপুকুর লেন,
কলিকাতা-৯

অগাষ্ট
১৯৪০

ছেপেছেন—
এস্. সি. মজুমদার
দেব-প্রেস
২৪, ঝামাপুকুর লেন,
কলিকাতা-৯

দাম—
·৮০ পয়সা

পরিচয়

মহাপদ্ম	মগধরাজ
নন্দ	মগধ-রাজপুত্র
চন্দ্রগুপ্ত	নির্ব্বাসিত রাজপুত্র পরে ভারত-সম্রাট্।
কাত্যায়ন	মহাপদ্মের মন্ত্রী
চাণক্য	চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী
মলয়রাজ	চন্দ্রগুপ্তের বন্ধু পার্ব্বত্য মলয়রাজ্যের অধীশ্বর।
আলেক্জাণ্ডার	গ্রীক্‌বিজয়ী
সেলুকাস্	আলেক্জাণ্ডারের সেনাপতি
মেগাস্থিনিস্	চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যে বৈদেশিক পর্য্যটক

শ্রেষ্ঠী, নাগরিকগণ, ব্রাহ্মণগণ, সৈনিকগণ,
কোটাল, সন্ন্যাসী প্রভৃতি।

চন্দ্রগুপ্ত

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[পাটলীপুত্রের প্রাসাদ-কক্ষ। রাজা মহাপদ্ম ও মন্ত্রী কাত্যায়ন]

কাত্যায়ন। তা হ'লে চন্দ্রগুপ্ত আপনার পুত্র?

মহাপদ্ম। হাঁ মন্ত্রী, চন্দ্রগুপ্ত আমার পুত্র। চন্দ্রগুপ্তের জননী মুরাকে আমি বিবাহ ক'রে পত্নীরূপে গ্রহণ করেছিলাম।

কাত্যায়ন। অধীনের ধৃষ্টতা মাপ করবেন মহারাজ, তা হ'লে তাঁকে রাজরাণীর সিংহাসনে না বসিয়ে, দাসী-মহলে রেখেছিলেন কেন? বহুবিবাহ তো ক্ষত্রিয়রাজাদের ধর্ম্ম।

মহাপদ্ম। সে এক বিচিত্র ইতিহাস মন্ত্রী, এক বিচিত্র ইতিহাস! একাকী ছদ্মবেশে পরিভ্রমণ ক'রে প্রজাদের অবস্থা অনুসন্ধান করা আমার রীতি—সে তুমি জানো। বিশ বৎসর আগে এক বাসন্তী-পূর্ণিমার রাত্রে এইরকম রাজ্যপরিক্রমায় বেরিয়েছিলাম। ঘুরতে-ঘুরতে রাজধানী থেকে দূরে চলে

গিয়েছিলাম···রাতও বেশী হয়ে পড়ে···বাধ্য হয়ে এক ধীবরের গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করলাম। ধীবরের একটি পরমাসুন্দরী কন্যা—বুঝলে মন্ত্রী, প্রথম দর্শনেই আমাকে মুগ্ধ ক'রে দিলে। তুমি জানো, এক প্রসিদ্ধ জ্যোতিষীর কাছ থেকে আমি কররেখা গণনা শিখেছিলাম। মেয়েটির সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হয়ে আমি তার হস্তরেখা বিচার ক'রে দেখলাম।

কাত্যায়ন। কি দেখলেন মহারাজ ?

মহাপদ্ম। কি দেখলাম, শুনবে মন্ত্রী ? হস্তরেখা দেখে বুঝলাম, সেই ধীবর-বালিকা রাজরাজ্যেশ্বর-সন্তানের জননী হবে। তুমি জানো, আমি তখন নিঃসন্তান। ধীবরের কাছে আত্মপরিচয় প্রদান ক'রে—তাকে অর্থদ্বারা বশীভূত ক'রে—তার সেই কন্যাকে—

কাত্যায়ন। বিবাহই করলেন মহারাজ ? ধীবর-কন্যা ব'লে—শূদ্রাণী ব'লে এতটুকু দ্বিধা করলেন না ?

মহাপদ্ম। দ্বিধা কি আর করিনি মন্ত্রী ? দ্বিধা হয়েছিল সত্যি···মহাবীর জরাসন্ধ-প্রতিষ্ঠিত মগধ-রাজবংশের গৌরব আমার সঙ্গে জড়িত···কিন্তু অপুত্রক আমি···পুত্রের জন্যই ধীবর-কন্যাকে বিবাহ ক'রে ফেললাম।

কাত্যায়ন। তারপর ?

মহাপদ্ম। বিবাহ করলাম বটে, কিন্তু তাকে অন্তঃপুরে আশ্রয় দেওয়ার মতো সাহস হ'ল না। অন্তঃপুরের বাইরে···

গোপনে, দূরে রাখলাম···কিন্তু এক বৎসর পরে, অভাগিনী হ'ল জননী···সর্ব্ব-সুলক্ষণ এক পুত্রের জননী···তখনই তাকে মগধের অন্তঃপুরে পাঠাতে বাধ্য হ'লাম। পাছে অন্য রাজ-মহিষীরা ক্ষুব্ধ হয়, সেইজন্যে তাকে রাখলাম···দাসীদের মহলে। তাই মুরার স্থান হ'ল দাসীদের মধ্যে, আর তার পুত্র চন্দ্রগুপ্তের পরিচয় হ'ল—দাসীপুত্র।

কাত্যায়ন। কিন্তু এখন-তো আপনি তাকে আপনার উত্তরাধিকারী ব'লে ঘোষণা ক'রে সকল সমস্যার সুমীমাংসা করতে পারেন মহারাজ!

মহাপদ্ম। না মন্ত্রী, পারি না। আমার ক্ষত্রিয়াণী মহিষীর পুত্র নন্দ সে পথ রোধ ক'রে দাঁড়িয়েছে; তার ওপর অবিচার ক'রে ঐ চন্দ্রগুপ্তকে আমার সিংহাসন প্রদান করতে পারি না আমি। জানি, নন্দ উদ্ধত—দুর্ব্বিনীত, নন্দ অশিষ্ট। তবু ক্ষত্রিয়-বংশে, ক্ষত্রিয়-রক্তে তার জন্ম—রাজ্যশাসন তার জন্মগত অধিকার। সে অধিকার হ'তে—কোন্ ক্ষমতাবলে আমি তাকে বঞ্চিত করবো মন্ত্রী?

কাত্যায়ন। কিন্তু আপনি সিংহাসন প্রদান না করলেও চন্দ্রগুপ্ত যে নিজের শক্তিতে তা অধিকার করবে না, সে বিষয়ে তো আপনি নিশ্চিত হ'তে পারেন না মহারাজ! আপনার করকোষ্ঠী-গণনা যে চিরদিনই নির্ভুল। চন্দ্রগুপ্তের বেলায় তার ব্যতিক্রম হবে, এমন সম্ভাবনাই-বা কিসে দেখলেন?

মহাপদ্ম। সেইটেই তো আমার সবচেয়ে বড় দুর্ভাবনা—যদি আমার গণনা সত্য হয়ে বসে—যদি চন্দ্রগুপ্ত নন্দকে বঞ্চিত ক'রে মগধের সিংহাসন অধিকার করে! আমার কয়কোষ্ঠী-গণনায় কোনদিন ভুল হয়েছে, জীবনে এমন ব্যাপার কখনো ঘটেনি। তাই মরণের মুখে দাঁড়িয়ে দুশ্চিন্তায় কাঁপছি! কাত্যায়ন! কাত্যায়ন! আমার মত হতভাগ্য আর নেই বন্ধু! যাকে পুত্ররূপে পাবার জন্যে একদিন আমি উন্মত্ত হয়ে উঠেছিলাম, আজ তাকেই রাজনীতির প্রয়োজনে পরিহার করতে চাইছি!

কাত্যায়ন। চন্দ্রগুপ্ত তার পিতৃ-পরিচয় জানে?

মহাপদ্ম। না মন্ত্রী, আজও সে জানে না তার পিতৃ পরিচয়। মুরার মৃত্যুর সঙ্গে-সঙ্গে সে-পরিচয় লাভের সকল সম্ভাবনাই বিলুপ্ত আজ। কিন্তু তবু আমার আশঙ্কা হয়, তার বিধিলিপিই তাকে তার পরিচয় জানিয়ে দেবে—তার অদৃষ্টই তাকে তার প্রাপ্য অধিকারে জাগিয়ে তুল্‌বে! আমি আজ কি চাই জানো? আমি চাই সে-সম্ভাবনার পথ একেবারে রোধ করতে! আমি চাই—

কাত্যায়ন। তা হ'লে কি হতভাগ্য চন্দ্রগুপ্তকে আপনি হত্যা করতে চান?

মহাপদ্ম। না মন্ত্রী, মনকে অতদূর দৃঢ় করতে পারিনি—হৃদয়কে পাষাণ ক'রে ফেল্‌লেও, ঐখানটাতেই এতটুকু দুর্বলতা

রয়ে গেছে আজ। কিন্তু আজ যা চাইছি, তা তার চেয়ে নিতান্ত কম নয়। মাতৃহারা বালককে আজ আমি চিরদিনের জন্য নির্ব্বাসনে পাঠাচ্ছি।

কাত্যায়ন। নির্ব্বাসনে!

মহাপদ্ম। হ্যাঁ, নির্ব্বাসনে মন্ত্রী, নির্ব্বাসনে। এক আকাশে যেমন দুই সূর্য্যের স্থান হয় না, তেমনি এক রাজ্যে নন্দ আর চন্দ্রগুপ্ত দু'জনের বাস সম্ভব নয়। চন্দ্রগুপ্ত এসেছিল তার পিতার অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষাকে পরিতৃপ্ত করতে, আর নন্দ এলো পিতৃবংশের আভিজাত্যের ধারাকে বজায় রাখতে! রাজ-রক্ত···মগধের রাজ-গৌরব···তার কাছে জলাঞ্জলি দিলাম হৃদয়কে! হ্যাঁ, একটা কাজ তোমাকেই করতে হবে মন্ত্রী··· একটা সূত্র আবিষ্কার করো যার জন্যে চন্দ্রগুপ্তকে নির্ব্বাসিত করতে পারি···আজই···যাচ্ছো মন্ত্রী? নন্দকে পাঠিয়ে দিও এখানে—

[কাত্যায়নের প্রস্থান

চন্দ্রগুপ্ত! পুত্র আমার! না—না, তুমি আমার পুত্র নও চন্দ্রগুপ্ত, আমি তোমার পিতা নই। আমি নিষ্ঠুর, আমি ঘাতক, আমি পাষাণ! চন্দ্রগুপ্ত! তুমি যে আজও আমাকে তোমার পিতা ব'লে ধারণা করতে পারছো না বৎস, এ তোমার সৌভাগ্য।

[নন্দের প্রবেশ]

নন্দ। আমায় ডেকেছেন বাবা ?

মহাপদ্ম। নন্দ ! কি কর্‌ছিলে বৎস ?

নন্দ। তলোয়ারের খেলা শিখ্‌ছিলাম—

মহাপদ্ম। শিখেছো কিছু-কিছু ?

নন্দ। অনেক শিখেছি বাবা !

মহাপদ্ম। তলোয়ারের কোন্ কৌশল তোমার ভালো লাগে নন্দ ?

নন্দ। ভালো লাগে আমার আক্রমণের কৌশলগুলো। সেগুলো যখন শিখ্‌তে থাকি, মন আমার তখন অসীম আনন্দে ভ'রে ওঠে ! সম্মুখ-যুদ্ধে দাঁড়িয়ে এক-এক ক'রে শত্রুর মাথা কেটে মাটির ওপর গড়িয়ে দিতে না জানি কতই আনন্দ !

মহাপদ্ম। তোমার কেউ শত্রু আছে নন্দ ?

নন্দ। আছে মহারাজ, আছে। দাসীপুত্র চন্দ্রগুপ্তই আমার শত্রু। নীচ বংশে তার জন্ম, কিন্তু অস্ত্রশিক্ষায় সে চায় আমার সঙ্গে সমান থাক্‌তে। এত দুঃসাহস তার ! তাকে আমি মনে-প্রাণে ঘৃণা করি বাবা !

মহাপদ্ম। চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধে তুমি পারো ?

নন্দ। একবার পরীক্ষা ক'রে দেখ্‌তে দেবেন বাবা ? একবার—শুধু একবার ! তা হ'লেই আমি তাকে দেখিয়ে দিতাম, আমার তলোয়ারে কতখানি ধার !

মহাপদ্ম। পারবে নন্দ, পারবে?

নন্দ। একবার পরীক্ষা ক'রে দেখুন বাবা! আমি ক্ষত্রিয় —ক্ষত্রিয়াণী মায়ের ছেলে আমি, শূদ্রাণীর ছেলে নই! অনুমতি দিন মহারাজ, আমি যাই—

মহাপদ্ম। যাও— [সোল্লাসে নন্দের প্রস্থান

গেল? সত্যি চলে গেল? কী করলাম, এ আমি কী করলাম আজ?

[কাত্যায়নের পুনঃ প্রবেশ]

কাত্যায়ন। যে আগুন দু'দিন পরে আপ্‌নি জ্ব'লে উঠ্‌তো, তাকে নিজের হাতে জ্বালিয়ে দিলেন!

মহাপদ্ম। এসেছো কাত্যায়ন, এসেছো বন্ধু? জীবনের এক ভুলের সংশোধন করতে গিয়ে এক নূতন ভুল ক'রে ফেল্‌লাম, তার পরিণাম আমায় কোথায় নিয়ে পৌঁছোবে?

কাত্যায়ন। নিশ্চিত পরিণাম নির্দ্দেশ করতে পারবো না মহারাজ! কিন্তু আমার মনে হচ্ছে, যে আগুন আজ জ্বল্‌লেও জ্বল্‌বে, দু'দিন পরে জ্বল্‌লেও জ্বল্‌বে, তাকে আপনার চোখের সাম্‌নে জ্বল্‌তে দিয়ে ভালোই করেছেন। আগুন যদি নেভে, আপনার ক্ষমতাতেই নিভ্‌বে—আপনার অবর্ত্তমানে যদি জ্বল্‌তো সে আগুন সহজে নিভ্‌তো না। আর তাতে হয়তো ক্ষতি হতো সমস্ত রাজ্যের!

মহাপদ্ম। ঠিক বলেছ কাত্যায়ন! কি কঠিন রাজা হওয়া!

নন্দকে ধরিয়া লইয়া চন্দ্রগুপ্তের প্রবেশ]

চন্দ্রগুপ্ত। বিচার করুন মহারাজ! কাপুরুষ নন্দ তরবারি নিয়ে আমাকে অতর্কিতে আক্রমণ করেছে মহারাজ!

নন্দ। বিচার করুন বাবা, দাসীপুত্র আমার অঙ্গ-স্পর্শ ক'রে মগধ রাজবংশের অমর্য্যাদা করেছে।

মহাপদ্ম। শুধু অমর্য্যাদাই ক'রলে, তোমার আক্রমণের প্রতিরোধ ক'রে—তোমার প্রতি-আক্রমণ করলে না?

নন্দ। তা হ'লে তো দেখিয়েই দিতাম! কিন্তু সে সাহস ওর হ'ল কৈ? ভীরু পাল্টা জবাবে আমায় আক্রমণ না ক'রে আমার হাত ধ'রে তলোয়ার কেড়ে নিলে!

মহাপদ্ম। তুমি আক্রমণ করলে না কেন চন্দ্রগুপ্ত?

চন্দ্রগুপ্ত। আক্রমণ করলাম না কেন, শুনবেন মহারাজ? আমার আক্রমণ ব্যর্থ করতে পারে এমন শক্তি ঐ বালকের তো দূরের কথা, এ-রাজ্যে কারুর আছে কিনা সন্দেহ। আমার আক্রমণে কুমারের প্রাণনাশ নিশ্চিত জেনেই আমি তাকে আঘাত করিনি, শুধু তার হাতখানি মাত্র ধ'রে তাকে বাধা দিয়েছি। সমর্থ অবস্থায় নীরব নিষ্ক্রিয় দাঁড়িয়ে মৃত্যু-বরণ না করা যদি অপরাধ হয়, তা হ'লে আমি অপরাধী মহারাজ!

কাত্যায়ন। সে তোমার অপরাধ নয় চন্দ্রগুপ্ত, সে তোমার মহত্ত্ব!

মহাপদ্ম। কাত্যায়ন—কাত্যায়ন—

কাত্যায়ন। চন্দ্রগুপ্ত নিরপরাধ মহারাজ! নিরপরাধের ওপরে অবিচার ক'রে, ধর্ম্ম ও সত্যের প্রতীক আপনার শাসন-দণ্ডের অমর্য্যাদা করবেন না—

মহাপদ্ম। থামো—থামো কাত্যায়ন, আমার পাষাণ-হৃদয়কে গলিয়ে দিতে যেও না। আমি আজ কঠোর—আমি আজ দুর্দ্দম···চন্দ্রগুপ্ত!

চন্দ্রগুপ্ত। মহারাজ!

মহাপদ্ম। মগধ-রাজ্যে তোমার স্থান নেই—তোমায় আজ নির্ব্বাসন-দণ্ডে দণ্ডিত করছি।

চন্দ্রগুপ্ত। আমার অপরাধ?

মহাপদ্ম। দ্বন্দ্বযুদ্ধে রাজকুমার নন্দের—মগধের ভাবী রাজার তুমি প্রতিদ্বন্দ্বী—এই অপরাধ।

চন্দ্রগুপ্ত। এ আমার অপরাধ নয়। এবং কি অপরাধে আজ আমি নির্ব্বাসিত, তাও আমি জানি। আর জানি ব'লেই এ দণ্ডে আমি বিস্মিত হচ্ছি না এতটুকু। আপনি বিস্মিত হচ্ছেন মহারাজ? তবে শুনুন। আমার মায়ের মৃত্যুর দিনে মায়ের দেওয়া এই পদকের মধ্যে আমি আমার অজ্ঞাত পরিচয় যে-দণ্ডে জানতে পেরেছি, সেই মুহূর্ত্তে স্থির বুঝে নিয়েছি, বিস্তীর্ণ মগধ-সাম্রাজ্যে এতটুকু স্থানও আমার হবে না। সত্যকার অধিকারী যেখানে অনধিকারী সাব্যস্ত হয়, সেখানে

তার এ পরিণাম অপরিহার্য্য। এ জেনেও আমি চুপ্ ক'রে ছিলাম—জীবনে যে আমার ভাগ্যে জুড়ে দিয়েছে দুঃখ···তাকে আমার দুঃখের ভাগ দেবো না ব'লে। কিন্তু আজ ভবিতব্যতা সে আবরণ ঘুচিয়ে দিলো···আমি চলেই যাচ্ছি···যাবার আগে, মহারাজ, আমার শেষ প্রণাম গ্রহণ করুন, প্রণাম গ্রহণ করুন মন্ত্রীমশাই! আমি আজ হাসিমুখে এ-রাজ্য হ'তে বিদায় গ্রহণ কর্ছি। মহারাজ আমায় নির্ব্বাসন-দণ্ড দিয়েছেন,—আমি তাঁর সম্মান রক্ষা কর্বো। মহারাজ জীবিত থাক্তে ফিরে আস্বো না আমি; কিন্তু মহারাজের মৃত্যুর পরে একদিন আস্বো— ঐ নন্দের সঙ্গে শক্তি-পরীক্ষা কর্তে—মহারাজের ভবিষ্যদ্বাণী সফল কর্তেই ফিরে আস্বো এখানে।

[চন্দ্রগুপ্তের প্রস্থান

মহাপদ্ম। বলো মন্ত্রী, বলো কাত্যায়ন, বলো—আমার করকোষ্ঠী-গণনা অভ্রান্ত?

কাত্যায়ন। অভ্রান্ত—অভ্রান্ত মহারাজ! আর আজই তার সূচনা দেখা গেল। সূচনাই নিশ্চিত পরিণতির সাক্ষ্য দিচ্ছে। আপনার গণনা নির্ভুল মহারাজ!

—

দ্বিতীয় দৃশ্য

[শতদ্রু-তীরে গ্রীক্-বিজয়ী আলেক্‌জাণ্ডারের শিবির। গ্রীক্-সৈন্যেরা মিলিত-কণ্ঠে গান গাহিতেছিল, আর পায়চারি করিতে-করিতে আলেক্‌জাণ্ডার তাহা শুনিতেছিলেন]

গান

(কোরাস্) জয় মা জননী, ভারত-জননী, চরণে তোমায় নোয়াই শির,
বন্দনা করি মহা আনন্দে—আমরা বিদেশী ভক্তবীর।
করুণা তোমার বহিছে জননী, যমুনা, গঙ্গা, সিন্ধুপ্রায়,
ফুলে পল্লবে সজ্জিত মাগো, হিমালয়-তাজ পর' মাথায়।
ম্যাসিডোনিয়ার শ্রেষ্ঠ বীরেরা বিমুগ্ধ আজ তব শোভায়,
গৌরবময়ি, শ্রদ্ধাঞ্জলি দিনু মোরা আজ তোমারি পায়।
তোমার ধূলায় গড়াগড়ি দিয়ে শীতল হইল তাপিত প্রাণ,
তোমার সলিল আকণ্ঠ পিয়ে ভাবি বুঝি করি অমৃত পান!
তোমার অনিলে পরম শান্তি, আকাশের নীলে চোখ জুড়ায়,
আমরা কঠোর বিদেশী সেনানী, তবু বিমুগ্ধ শ্যাম শোভায়।
হে আদি জননী, শুনেছিনু নাম,—সার্থক হলো এবার চোখ;
জগৎ-সভায় তোমার আসন জ্ঞান-গরিমায় শ্রেষ্ঠ হোক্।
বাল্মীকি আজ গলাগলি করে হোমারের সাথে, নাহিক ভুল—
প্রাচ্যের সাথে প্রতীচির আজ এই মিলনের নাহিরে তুল্।

[গান-থামিলে সৈনিকেরা চলিয়া গেল। চন্দ্রগুপ্ত প্রবেশ করিয়া আলেক্‌জাণ্ডারকে অভিবাদন করিলেন]

চন্দ্রগুপ্ত। সম্রাট্!

আলেক্‌জাণ্ডার। বলো যুবক—

চন্দ্রগুপ্ত। আমার আবেদনের উত্তর জানতে এসেছি সম্রাট্!

আলেক্‌জাণ্ডার। তোমার আবেদন-পত্রের প্রত্যেকটি শব্দ, প্রত্যেকটি অক্ষর আমি মনোযোগ দিয়ে পাঠ করেছি। তোমার বিশ্বস্ততা, তোমার সাহস, তোমার সঙ্কল্পের দৃঢ়তা আমায় মুগ্ধ করেছে। তুমি তোমার পিতৃরাজ্যে অধিষ্ঠিত হ'ও, এ আমার অন্তরের একান্ত ইচ্ছা। কিন্তু যুবক, গ্রীক্-সেনার সাহায্যে মগধ জয় ক'রে তুমি মহা ভ্রম কর্‌বে। আমার জীবিতাবস্থায় অবশ্য গ্রীক্-সেনা তোমার অধিকৃত মগধে হস্তক্ষেপ কখনই কর্‌বে না। কিন্তু আমার মৃত্যুর পরে তারা তোমার মগধের ওপরে আধিপত্য বিস্তার কর্‌তে চাইবে। তখন—

চন্দ্রগুপ্ত। তখন আমি আমার নিজের শক্তিতে তাদের প্রতিরোধ কর্‌বো সম্রাট্! সম্রাট্ কি আমার সে শক্তিতে অবিশ্বাস করেন?

আলেক্‌জাণ্ডার। না—করি না। করি না ব'লেই শক্তি-পরীক্ষার অবকাশ তোমায় এখনই দিচ্ছি। যাও বীর—বিপদ্-সঙ্কুল সংসারে ভগবান্ তোমাকে একাই পাঠিয়েছিলেন, এই বিপদ্‌জাল অতিক্রম ক'রে উঠ্‌বার ভারও তোমায় একাই গ্রহণ করতে হবে। যাও বীর—বিপুল বিক্রমে কর্ম্মসাগরে ঝাঁপিয়ে পড়ো।

[অভিবাদন করিয়া চন্দ্রগুপ্তের প্রস্থান

সেলুকস্ !

[গ্রীক্-সেনাপতি সেলুকসের প্রবেশ]

সৈন্যদের নিয়ে আর কিছুদূর অগ্রসর হওয়া কোনক্রমেই সম্ভব হয় না সেলুকস্ ?

সেলুকস্। সম্রাট্ ! সত্যই তারা শ্রান্ত। সেনাশিবির পুনঃপুনঃ পরিভ্রমণ ক'রে দেখেছি, হিন্দুস্থানের প্রখর রৌদ্র তাদের প্রায় জীবন্মৃত ক'রে তুলেছে। সেনাশিবিরে মড়ক আরম্ভ হয়েছে—প্রত্যহই দু'একজনের মৃত্যু ঘট্ছে।

আলেক্জাণ্ডার। সত্যিই ! অতি অনুগত বন্ধু তারা আমার ! কঠোরতার পর কঠোরতার মধ্য দিয়ে তাদের পরিচালিত কর্ছি ! ক্ষুধার অন্ন, তৃষ্ণার জলটুকু তাদের নিয়মিত রূপে মুখে তুলে দিতে দিইনি। আমার বিজয়-তৃষ্ণা মেটাবার জন্যে···সত্যি, কেন তারা বিদেশে প্রাণ দেবে ? আর নয়··· এবার ফিরবো···ম্যাসিডোন···ম্যাসিডোন···বহুদিন দেখেনি জন্মভূমির মুখ···যাও সেলুকস্, ছাউনী ওঠাও। চন্দ্রগুপ্ত আমার কাছে সৈন্য-সাহায্য প্রার্থনা করেছিল। ওদের মুখ চেয়ে, তাকেও আমি বিরূপ করেছি। শিবির তুলে ফেল সেলুকস্— ম্যাসিডোন···গ্রীস্ !

তৃতীয় দৃশ্য

[মগধরাজ মহাপদ্মের আদ্যশ্রাদ্ধ। বহির্ব্বাটিতে ব্রাহ্মণগণ]

প্রথম ব্রাহ্মণ। কি ঘটাটাই না হ'য়েছে!

দ্বিতীয় ব্রাহ্মণ। বুড়োরাজার শ্রাদ্ধও তো আমরা চোখে দেখেছি, কিন্তু এত ঘটা তাতে হয়নি!

তৃতীয় ব্রাহ্মণ। বেঁচে থাকুন আমাদের মহারাজ নন্দ, এমনি "দীয়তাং ভুজ্যতাং" ক'রে ভূরি-ভোজনের আয়োজন করুন তিনি চিরদিন।

দ্বিতীয়। ওকি বল্‌ছো হে শর্ম্মা, চিরদিন ধ'রে মহারাজ নন্দ এমনি আয়োজন কর্‌বেন? তা হ'লে তুমি চাও, বছরে একবার ক'রে মহারাজের পিতৃ-বিয়োগ হয়—

তৃতীয়। পিতৃ-বিয়োগ না হ'লে বুঝি আর ভূরি-ভোজন হ'তে পারে না? ব্রাহ্মণ-ভোজন মহাপুণ্যি, যতবার করাবে, ততবার অক্ষয় স্বর্গলাভ হবে।

প্রথম। ততবার অক্ষয় স্বর্গলাভ! বারবার তাহ'লে ম'রে আবার জন্মাতে হবে? মন্দ নয়!

দ্বিতীয়। ব্রাহ্মণ-ভোজনে পুণ্যি আছে বটে, কিন্তু সে হয়তো তোমার মতো ব্রাহ্মণ-ভোজনে নয়, বুঝলে শর্ম্মা?

তৃতীয়। তোমরা কি আমাকে যেমন-তেমন ব্রাহ্মণ পেলে হে? ধব্‌ধবে পৈতা, মাথায় টিকি, ত্রিসন্ধ্যা গায়ত্রী—

প্রথম। গায়ত্রী শব্দের অর্থ করো দেখি আগে—

তৃতীয়। কী? গায়ত্রীর অর্থ জানিনে? গান গায় যে স্ত্রী, সেই হ'ল গায়স্ত্রী—উহুঁ—স্ত্রী স্থানে 'স' লোপ।

প্রথম। অত তর্ক তুলছো কেন হে? ওপাশে যে বামুনটি ব'সে আছে, ওরকম তো নই আমরা কেউ—

দ্বিতীয়। কোন্ রকম হে?

প্রথম। ঐ যে কালোপ্যাঁচাটি—[চাণক্যকে দেখাইয়া দিল]।

দ্বিতীয়। ইস্! একেবারে যে হাঁড়িবদন!—যেন ধানসিদ্ধ হাঁড়ির তলা! তা হাঁড়িবদন!

চাণক্য। আমি চাণক্য।

দ্বিতীয়। তুমি চাণক্যই হও আর অনৈক্যই হও, আর, ঐক্য, বাক্য, কুবাক্যই হও, তুমি যে হাঁড়িবদন, অর্থাৎ মেটে-হাঁড়ির তলার মতো যে তোমার মুখখানি, তাতে তো লেশমাত্র সন্দেহ নেই!—তা হাঁড়িবদন!

চাণক্য। আবার হাঁড়িবদন! বলো 'চাণক্য', নৈলে—

দ্বিতীয়। নৈলে কি করবে শুনি?

চাণক্য। নৈলে অভিশাপ দেবো—

[সকলে খুব জোরে হাসিয়া উঠিল]

চাণক্য। হাস্‌ছো? ভাব্‌ছো—কলিতে ব্রাহ্মণের অভিশাপ ব্যর্থ! তা নয়—তা নয়। যজ্ঞোপবীতের অমর্য্যাদা আমি করিনি কোনো দিন, শাস্ত্রের মর্ম্মার্থ বুঝে অবিচলিতভাবে তা পালন ক'রে এসেছি চিরকাল। আর—

কেহ-কেহ। আর কি?

চাণক্য। ব্রাহ্মণের কঙ্কাল তোমরা, আমার কথার মর্য্যাদা তোমরা রাখতে পারবে না। তবু—হাঁ, তবু আমি আমার দিব্য-দৃষ্টির উপলব্ধির কথা তোমাদের কাছে বল্‌বো। ব্রাহ্মণের মহিমা পুনঃপ্রতিষ্ঠার দিন ঘনিয়ে এসেছে, আর তা হবে হয়তো এই দরিদ্র, ঈশ্বরমাত্র সহায় ব্রাহ্মণের দ্বারাই।

দ্বিতীয়। খুব বাহাদুরী করছো যে হে! জানো, কোথায় এসেছো?

চাণক্য। জানি, মহারাজ নন্দের বাড়ীতে তাঁর পিতৃশ্রাদ্ধে।

দ্বিতীয়। তুমি মনে করেছো হাঁড়িবদন, তোমার বদনখানি দেখে খুসী হ'য়ে মহারাজ মোহরের ঘড়া উপুড় ক'রে তোমার আঁচলে ঝর্‌-ঝর্‌ ক'রে ঢেলে দেবেন!

চাণক্য। খবরদার!—আবার তুমি আমার অমর্য্যাদা করছো? তোমায় আমি অভিশাপ দেবো—অভিশাপ দেবো—

[মহারাজ নন্দের প্রবেশ]

নন্দ। কাকে কে অভিশাপ দেবে?

দ্বিতীয়। এই কেলে হাঁড়িমুখো বিট্‌লে বামুন আমায় অভিশাপ দেবে ব'লে আস্ফালন কর্‌ছে মহারাজ!

নন্দ। ওহে ঠাকুর! তোমার ঐ প্যাঁচা-মুখে অভিশাপের আস্ফালন শোভা পায় না। দান নিতে এসেছো, কিছুকাল অপেক্ষা করো। শ্রাদ্ধকার্য্য শেষ হলেই কিছু পাবে।

চাণক্য। আমি দীন-দরিদ্র ব্রাহ্মণ হ'লেও, দান-গ্রহণ করি না মহারাজ—সেজন্যে আসিনি।

নন্দ। তাহ'লে কিসের জন্য মহাশয়ের আগমন?

চাণক্য। মহারাজের মন্ত্রী আমায় এই শ্রাদ্ধকার্য্যে পৌরোহিত্য কর্‌বার জন্য পাদ্য-অর্ঘ্য দিয়ে নিমন্ত্রণ ক'রে এনেছেন।

নন্দ। পৌরোহিত্য কর্‌তে?

চাণক্য। হাঁ মহারাজ, পৌরোহিত্য কর্‌তে। মন্ত্রীমশায়ের বুদ্ধি, রাজবুদ্ধির মতো স্থূল নয় যে, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত দেখে আঁত্‌কে উঠবেন! প্রতিভার যোগ্য সমাদর কর্‌তে তিনি জানেন।

নন্দ। তাই তোমার মত একটা আস্ত বাঁদর নিয়ে এসেছেন তিনি পুরোহিতের বেদীতে বসাতে! তাঁর সঙ্গে বোঝাপড়া আমি কর্‌বো—কিন্তু—কিন্তু তোমাকে ঐ বেদীতে স্থান দিতে পারবো না কিছুতেই।

চাণক্য। কী! এত স্পর্দ্ধা!

নন্দ। স্পর্দ্ধার কথা নয়, এ আদেশ, রাজার আজ্ঞা।

শোনো ব্রাহ্মণ, আমার আদেশ—এই মুহূর্ত্তে শ্রাদ্ধ-প্রাঙ্গণের বাইরে চ'লে যাও! ভাবছো কি? দান না নিয়ে যেতে কষ্ট হচ্ছে? এই নাও—আমার বহুমূল্য হীরকখচিত স্বর্ণ-পাদুকা তোমায় দান করলুম—

[একখানি পাদুকা চাণক্যের প্রতি নিক্ষেপ করিয়া রাজা চলিয়া গেলেন। পাদুকা চাণক্যের গায়ে না পড়িয়া, এক পাশে পড়িল। উদাস-দৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিয়া চাণক্য বলিতে লাগিলেন]

চাণক্য। এত স্পর্দ্ধা—এত স্পর্দ্ধা ক্ষত্রিয়ের। ব্রাহ্মণকে পাদুকা ছুঁড়ে মারতে সে আজ দ্বিধা বোধ করে না! হে বরেণ্য সবিতা! হে ব্রহ্মণ্যদেব! যদি আমি অন্তর থেকে ক'রে থাকি তোমার ধ্যান···তোমার সপ্তসূর্য্য-বিগলিত তেজোরাশির এক কণা আমায় দাও···তোমার শক্তিতে শক্তিমান্ হ'য়ে একবার মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়াই, দেখাই জগৎকে, ব্রাহ্মণ আজও ব্রাহ্মণ···শত অনাচার আর লাঞ্ছনার মধ্যে ব্রাহ্মণ আজও মরেনি —মরেনি—মরেনি—

[ছদ্মবেশে চন্দ্রগুপ্তের প্রবেশ]

চন্দ্রগুপ্ত। সত্যিকারের ব্রাহ্মণ মরেনি গুরুদেব, মরবেও না সে। জগৎ যতদিন থাকবে, ততদিন তার দরকার হবে ব্রাহ্মণ্য শক্তির···অনাচার দগ্ধ করতে, অত্যাচারকে শাসন করতে···

চাণক্য। কে তুমি? এই অবিশ্বাসী-যুগে কোথা থেকে তুমি পেলে এই বিশ্বাস?

চন্দ্রগুপ্ত। আপনার শিষ্য, আপনার চরণাশ্রিত দাসানুদাস চন্দ্রগুপ্ত। ক্ষাত্রশক্তি আজ দু'হাতে ব্রাহ্মণকে নিষ্পেষিত কর্‌ছে, দু'পায়ে মানবতাকে পিষে মার্‌ছে, দলিত সর্পের মতো ক্রুদ্ধ তাপদগ্ধ আমি, সেই লাঞ্ছিত অপমানিত মানুষের প্রতিনিধিরূপে আজ আপনার চরণতলে আশ্রয়-ভিক্ষা কর্‌ছি। প্রভু! একদিন ভূতপূর্ব্ব মগধরাজের শূদ্রাণী-পত্নীর পুত্র এই হতভাগ্য যুবক—মগধ-সিংহাসনের যে ন্যায্যমত অধিকারী—কোনো এক অশুভ মুহূর্ত্তে সে তার পৈতৃক রাজ্য হ'তে বিনাদোষে নির্ব্বাসিত হয়েছিল। আজ সে মাথা তুলে উঠেছে তার অপহৃত অধিকার অর্জ্জন করতে। আপনি আমার সহায় হোন্ গুরুদেব!

চাণক্য। হবো বৎস! অগ্নিস্ফুলিঙ্গ জ্বলছে তোমার চোখে—তুমি পার্‌বে—তুমি পার্‌বে। চন্দ্রগুপ্ত! গর্ব্বান্ধ ক্ষত্রিয়ের কাছে আজ আমি অপমানিত লাঞ্ছিত ব্রাহ্মণ। সেই অপমানকারী ক্ষাত্রশক্তিকে উচ্ছেদ কর্‌তে, মহারাজা নন্দের বংশ ধ্বংস করতে তোমাকেই আমি দধীচির বজ্ররূপে প্রয়োগ কর্‌বো। প্রতিজ্ঞা আমার—তা আমি কর্‌বোই কর্‌বো। সাক্ষী থাকো চন্দ্র-সূর্য্য, সাক্ষী থাকো ব্রহ্মণ্যদেব, তোমাদের নামে শপথ ক'রে আজ আমার এই শিখা খুলে ফেল্‌ছি। প্রতিজ্ঞা কর্‌ছি—

নন্দবংশ ধ্বংস না করা পর্য্যন্ত এই মুক্তশিখা কখনো বন্ধন করবো না।

[শিখা উন্মোচন

এসো চন্দ্রগুপ্ত, এই লাঞ্ছিত ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদ আর অপমানিত মানুষের তেজ নতুন ক'রে সৃষ্টি করুক নতুন ইতিহাস ...তোমাকে দিয়েই আমি নন্দকে মগধের সিংহাসন থেকে মাটিতে টেনে নামিয়ে আনবো...তারপর তোমায় নিয়ে আমি ভারত-ব্যাপী এক ধর্ম্ম-সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করবো, এই আমার সংকল্প...ব্রাহ্মণ চাণক্যের সংকল্প।

[প্রস্থান

[জনৈক বাউলের গীত]

(রামপ্রসাদী)

এ সংসারে সকলি ফাঁকি ;
বুঝে দেখে ভালো ক'রে মা,—ও মা শ্যামা, তোমায় ডাকি।
অধর্ম্মের এই পিছল পথে
চলতে নারি কোন মতে,
পিছলে পড়ি বারে-বারে মা, ঘুচে যায় সে সব চালাকি !
অধর্ম্মের এই রাজ্য ছাড়ি'
চ'লে যাবো তাড়াতাড়ি,
—ধর্ম্মরাজ্য না হ'লে মা,—কোথায় বলো চরণ রাখি ?

———

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[মগধরাজ্যের সীমান্তে চন্দ্রগুপ্তের শিবিরে চন্দ্রগুপ্ত]

চন্দ্রগুপ্ত। পাঞ্জাব থেকে শিক্ষিত গ্রীক্‌বাহিনী নিয়ে এসেছি। আলেক্‌জাণ্ডারের মৃত্যুর পরে গ্রীক্-সেনাপতি সেলুকস্‌কে ভারতবর্ষ হ'তে বিতাড়িত ক'রে যাদের আমার নিজের সেনাদলে পরিণত করেছিলাম, তাদের নিয়ে পঞ্চনদে সুপ্রতিষ্ঠিত থাক্‌তে পার্‌তাম। কিন্তু আমার মগধ—আমার 'স্বর্গাদপি গরীয়সী' জন্মভূমি আমাকে দিন-রাত আহ্বান কর্‌ছে। তার আহ্বান আমার দেহ-মনে এক অপূর্ব্ব উন্মাদনার সৃষ্টি কর্‌ছে! পৃথিবীর রাজত্বও আমি চাই না, যদি না মগধ আমাকে তার শ্রেষ্ঠ সন্তান ব'লে স্বীকার করে।

[শশব্যস্তে চাণক্যের প্রবেশ]

চাণক্য। চন্দ্রগুপ্ত! তুমি জেগে আছো চন্দ্রগুপ্ত?

চন্দ্রগুপ্ত। কেন গুরুদেব? আপনার চোখে-মুখে যে উদ্বেগের চিহ্ন দেখছি, কি হয়েছে গুরুদেব?

চাণক্য। কি হয়েছে, কিছুই টের পাওনি বুঝি চন্দ্রগুপ্ত? চেয়ে দেখ—

চন্দ্রগুপ্ত। মশাল—মশাল!

চাণক্য। ঐ দিকে ?

চন্দ্রগুপ্ত। মশাল! চারিদিকেই মশাল!

চাণক্য। শুধু মশাল নয়, মশালধারী পার্ব্বত্য-সৈনিক ওরা সব।

চন্দ্রগুপ্ত। আর, আমার সৈন্যেরা ?

চাণক্য। তারা ঘুমুচ্ছে। মগধ-জয়ের নিশ্চিন্ত উল্লাসে তারা সুখ-নিদ্রায় বিভোর হয়ে আছে। চন্দ্রগুপ্ত, এমন কি, শিবির পাহারা দেবার জন্যে একজনও জেগে নেই।

চন্দ্রগুপ্ত। অপদার্থ নিষ্ক্রিয় পঙ্গুর দল!···আমি এখুনি যাচ্ছি···

চাণক্য। কোথায় ?

চন্দ্রগুপ্ত। তাদের জাগিয়ে তুল্‌তে। এ কি, আমার পথ রোধ ক'রে দাঁড়িয়ে কে ? কে তুমি ?

[মলয়রাজের প্রবেশ]

মলয়রাজ। আমি—

চন্দ্রগুপ্ত। 'আমি' কে ?

মলয়রাজ। আমি—

চাণক্য। বন্ধু, না শত্রু ?

মলয়রাজ। যে যা মনে করে, তাই।

চন্দ্রগুপ্ত। বন্ধুর তো বন্ধুর কাছে পরিচয় দিতে বাধা থাকে না বন্ধু!

মলয়রাজ। না, থাকে না। আমি এই উপত্যকার রাজা। আর, তুমি ?

চন্দ্রগুপ্ত। আমি মগধের রাজ-সিংহাসনের দাবীদার—

মলয়রাজ। তাই বুঝি সীমান্তে ছাউনী তুলেছো! কিন্তু আমায় যদি খবর দিতে বন্ধু, তাহ'লে এ বনে বেঘোরে রাত কাটাতে হতো না, আর আমাকেও এই রাতে শক্রর আশঙ্কায় সসৈন্যে ছুটে আসতে হতো না।

চাণক্য। কিন্তু অপরিচয়ের সঙ্কোচে যা সম্ভব হয়নি, পরিচয়ের ঘনিষ্ঠতায় তা সুদে-আসলে পূরণ হবে—এ আশা তো করতে পারি মলয়রাজ!

মলয়রাজ। অবশ্যই! মগধের ভাবী সম্রাট্ চন্দ্রগুপ্তের কোনো উপকারে আস্‌তে পারলে আমি আপনাকে কৃতার্থই মনে করবো।

চাণক্য। মগধের ভাবী সম্রাট্ ব'লে যখন ভবিষ্যদ্বাণী কর্‌লেন মলয়রাজ, তখন সে ভবিষ্যদ্বাণী সফল কর্‌বার ভারও আপনাকে গ্রহণ কর্‌তে হবে। চন্দ্রগুপ্ত যদি মগধসম্রাট্ হয় তো আপনার সাহায্যেই হবে···

মলয়রাজ। আমার দশ হাজার পার্ব্বত্য-সৈন্য মগধরাজের অনুচর হয়ে থাক্‌বে।

চন্দ্রগুপ্ত। বন্ধু! বন্ধু! আমার দুর্দ্দিনের পরম বন্ধু!

[আলিঙ্গন

———

দ্বিতীয় দৃশ্য

[মগধ-রাজপ্রাসাদের একাংশে উৎসবরত নন্দ ও চাটুকারগণ]

গান

হো-হো-হো—হো-হো-হো
কেয়া মজাদার।
স্ফূর্ত্তি কর, স্ফূর্ত্তি কর
ভাবনা কিসের আর!
চিন্তা কিসের কর্‌ব রে ছাই,
ঋণ কর আর ঘি খাও ভাই,
ধর্ম্ম-কর্ম্ম ধাপ্পাবাজী
অসার এ সংসার।
শাস্ত্র-ফাস্ত্র গোল্লায় যাক্
থাকো চক্ষু বুজে,
শুয়ে থাকো কানের ভিতর
তুলোর ছিপি গুঁজে।
যে যা পারে বলুক না ছাই—
স্ফূর্ত্তি কর এন্তার ভাই,
শুন্‌বো কেন কারুর কথা—
কার বা ধারি ধার?

নন্দ। চমৎকার! চমৎকার গানটি! গানের পদগুলো ঠিক আমার প্রাণের কথা নিয়ে তৈরী। ওহে চিরঞ্জীব!

চিরঞ্জীব। আজ্ঞে।

নন্দ। এ গানটা তোমায় বেঁধে দিলে কে?

চিরঞ্জীব। আজ্ঞে···আমি নিজেই বেঁধেছি মহারাজ!

নন্দ। নিজেই বেঁধেছো? বাঃ বাঃ! তাহ'লে তুমি একজন কবি?

চিরঞ্জীব। যা মনে করেন মহারাজ! তবে কিনা, চার্ব্বাক-দর্শনটা একটু ভালো ক'রেই পড়েছিলাম মহারাজ!

নন্দ। শুধু কবি নও দেখ্‌ছি, আবার দার্শনিকও। তা তুমি যা গাইলে, তা বুঝি তোমার চার্ব্বাক-দর্শনেরই কথা?

চিরঞ্জীব। হ্যাঁ মহারাজ! শুন্‌বেন চার্ব্বাক-দর্শনের আরো দু'একটি খাঁটি কথা?

গান

অক্কা যখন পাবে মানুষ
    ফক্কা হবে সব,
চিৎ হয়ে ওই চিতায় পোড়ায়
    কি আছে গৌরব?
ভূত হবে কি পেরেত হবে—
কেমন ক'রে জানবে তবে?
চার্ব্বাক-ভাই তোমার পায়ে
    জানাই নমস্কার—
হো-হো-হো—হো-হো-হো
    কেয়া মজাদার!

নন্দ। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ! তোমার চার্ব্বাক-দর্শনটা একবার পড়্‌তে হবে তো! প্রকৃতি-পুরুষের গুণাগুণ শুনে

সাংখ্য-দর্শনে বিরক্তি ধ'রে গেছে। ধর্ম্ম-কর্ম্মের ঝঞ্ঝাটও আর ভালো লাগছে না। গাও দেখি তারপর—

গান

শুনি ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ করেন
সৃষ্টি স্থিতি লয়—
নিজের চোখে না দেখলে তা'
করিনে প্রত্যয়।—
থাকুক তাঁরা স্বর্গলোকে,
সিদ্ধি কিংবা গাঁজার ঝোঁকে—
কাজ কি দাদা ঘাঁটিয়ে তাঁদের—
নাই কিছু দরকার।
হো-হো-হো—হো-হো-হো
কেয়া মজাদার!

[বাহিরে গণ্ডগোল]

নন্দ। একি! একি!

[চন্দ্রগুপ্তের প্রবেশ]

চন্দ্রগুপ্ত। এ উৎসব—

নন্দ। এ কি—তুমি?

চন্দ্রগুপ্ত। হাঁ, আমি। কিন্তু চম্‌কে উঠ্‌লে কেন নন্দ, উৎসব করো।

নন্দ। আমার অস্ত্র—আমার অস্ত্র—

চন্দ্রগুপ্ত। কেউ আস্‌বে না নন্দ, তোমার হাতে একখানি

তরবারি তুলে দিতে একটি প্রাণীও এগিয়ে আসবে না। এ পুরী এখন আমার অধিকৃত।

নন্দ। চোরের মত এসে পুরী অধিকার করেছিস্ কাপুরুষ—

চন্দ্রগুপ্ত। আমি তো ক্ষত্রিয়-কুমার নই নন্দ, যে যুদ্ধে আমাকে ক্ষত্রিয়ের আচার পালন করতে হবে। কিন্তু বীরপুরুষ! আমি যদি আমার রাজধানী অধিকার করার পরেও তোমাকে বীরত্ব প্রদর্শনের যথেষ্ট সুযোগ দিই, তাহ'লে তুমি কি পারবে তোমার শক্তি দেখাতে? তা যদি পারো, এই অস্ত্র ধরো— আমার সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হও।

নন্দ। আমি একা—আমি অসহায়।

চন্দ্রগুপ্ত। আমিও একা, আমিও অসহায়।

নন্দ। এমন কথাও আমায় বিশ্বাস করতে বলো চন্দ্রগুপ্ত?

চন্দ্রগুপ্ত। হাঁ, বলি।

[চন্দ্রগুপ্ত বংশী-ধ্বনি করিলেন ; সসৈন্যে
মলয়রাজের প্রবেশ]

চন্দ্রগুপ্ত। মলয়রাজ! মগধের ভূতপূর্ব্ব মহারাজ নন্দের সঙ্গে ক্ষত্রিয়োচিত যুদ্ধে জয়ী হয়ে আমি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাই। নন্দের সঙ্গে আমি দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হবো। তুমি পাশে দাঁড়িয়ে এই যুদ্ধ প্রত্যক্ষ করবে বন্ধু! যুদ্ধে যদি আমি নিহত হই, তাহলে নন্দকে তার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করবে। আর নন্দ নিহত হয় তো…

নন্দ। কিছুই করতে হবে না—অস্ত্র আমি ধরবো না।

চন্দ্রগুপ্ত। মৃত্যুভয়ে অস্ত্র ধরবে না নন্দ? অস্ত্র না ধ'রেই কি আপনাকে মৃত্যুর হাত হ'তে রক্ষা করতে পারবে?

নন্দ। আমায় বধ কোরো না চন্দ্রগুপ্ত, আমি তোমার ভাই—তোমার পায়ে পড়ি…

চন্দ্রগুপ্ত। এ কি কথা তোমার মুখে নন্দ! তুমি… আমাকে ভাই বলে স্বীকার করছো?

নন্দ। হাঁ, স্বীকার করছি! ভুল করেছিলাম, আমায় ক্ষমা করো চন্দ্রগুপ্ত! আমায় মুক্তি দাও চন্দ্রগুপ্ত, তোমার অভিষেক-সভায় সর্ব্বসমক্ষে আমি ঘোষণা করবো—তুমি আমার ভাই, তুমি ক্ষত্রিয়-সন্তান।

চন্দ্রগুপ্ত। না, না—আমি ক্ষত্রিয়-সন্তান নই। তোমার পতনের সঙ্গে-সঙ্গে মগধ হ'তে ক্ষত্রিয়-রাজত্ব দূর হবে। শূদ্রাণী মুরার পুত্র আমি, সেই আমার গর্ব্ব…মায়ের নাম অনুসারে তাই আমার প্রতিষ্ঠিত বংশের নাম হবে "মৌর্য্যবংশ"। আর, নন্দ! তোমায় বধ করবো না। একদিন এই মগধ হ'তে আমি নির্ব্বাসিত হয়েছিলাম, মনে পড়ে?—আজ দিন ফিরেছে, কালের চাকা ঘুরেছে—তোমায় আজ নির্ব্বাসন-দণ্ড দিচ্ছি—যাও, তুমি অবিলম্বে মগধ পরিত্যাগ ক'রে চ'লে যাও।

[সৈনিকগণ দলে-দলে প্রবেশ করিয়া জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল—"জয়! মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের জয়!"]

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[চাণক্যের কুটীর। চাণক্য একাকী]

চাণক্য। এতদিনে সফল হয়েছে আমার জীবনের স্বপ্ন। ভারতব্যাপী এক ধর্ম্ম-সাম্রাজ্য স্থাপিত হয়েছে, শূদ্র হয়েছে তার রাজা, আর রাজশক্তি পরিচালিত হচ্ছে, ব্রাহ্মণ-মন্ত্রীর হাতে। আমার উল্লাস সেজন্য নয় যে, দীন-দরিদ্র ব্রাহ্মণ আজ রাজমন্ত্রী! আমার উল্লাস এইজন্য যে, ক্ষত্রিয়ের অত্যাচারের বিরুদ্ধে লাঞ্ছিত ব্রাহ্মণ আজ মাথা তুলে দাঁড়াতে পেরেছে, আর তার সে শক্তির সহায় হয়েছে তরুণ অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ—এক শূদ্র। ভারতময় এক বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য স্থাপন ক'রে আমি অসাধ্য-সাধন করেছি, এখন সে সাম্রাজ্যকে ধর্ম্ম-সাম্রাজ্যে পরিণত ক'রে কীর্ত্তিস্তম্ভ স্থাপন করবো। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ একদিন ধর্ম্ম-সাম্রাজ্য স্থাপিত করেছিলেন; কিন্তু সংহার-ধর্ম্মী ক্ষাত্রশক্তির প্রাধান্যের উপরে তার প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ব'লে সে-সাম্রাজ্য টিঁকে থাকতে পারেনি। সেবাধর্ম্মী শূদ্রের রাজত্বে এ-সাম্রাজ্য দীর্ঘকাল টিঁকে থাকবে।

[চন্দ্রগুপ্তের প্রবেশ]

চন্দ্রগুপ্ত। গুরুদেব!

চাণক্য। এ সময়ে যে চন্দ্রগুপ্ত?

চন্দ্রগুপ্ত। আপনার জন্য প্রাসাদ তৈরী হয়েছে গুরুদেব! এ পর্ণকুটীর ছেড়ে, সে-প্রাসাদে এসে বাস করুন।

চাণক্য। প্রাসাদে বাস করবো আমি! হাঃ হাঃ হাঃ—

চন্দ্রগুপ্ত। কেন গুরুদেব? আপনি মগধ-সাম্রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী।

চাণক্য। ব্রাহ্মণ তার সাধন-ভজন ছেড়ে মন্ত্রিত্ব করতে পারে, কিন্তু মৃগচর্ম্মের আসন ছেড়ে স্বর্ণাসনে বসতে পারে না। এবং এই সত্য যতদিন সে মেনে চলবে, ততদিনই সে মন্ত্রিত্বের উপযুক্ত থাকবে। আতপান্ন ছেড়ে যে দিন ব্রাহ্মণ রাজভোগে রসনা পরিতৃপ্ত করতে যাবে, সেইদিনই মন্ত্রণাদানের সকল অধিকার হারিয়ে ফেলবে সে।

চন্দ্রগুপ্ত। আপনি তো শুধু মন্ত্রী নন, মগধ-সম্রাটের আপনি যে গুরু!

চাণক্য। মহর্ষি বশিষ্ঠও শ্রীরামচন্দ্রের গুরু ছিলেন চন্দ্রগুপ্ত! কিন্তু একটি দিনের জন্যেও তিনি আশ্রম পরিত্যাগ ক'রে রাজধানীতে গিয়ে বাস করেননি।

[গুপ্তচরের প্রবেশ]

—কে?

[গুপ্তচর ইতস্ততঃ করিল]

সম্রাটের সুমুখে কোনো কথা বলতে বাধা নেই মূর্খ!

গুপ্তচর। গ্রীক্‌সেনা ইন্দ্রপ্রস্থ পর্য্যন্ত এসেছে মন্ত্রিবর!

চন্দ্রগুপ্ত। কি? কি বল্‌লে?

চাণক্য। গ্রীক্‌সেনা সিন্ধুনদ অতিক্রম ক'রে ইন্দ্রপ্রস্থ পর্য্যন্ত পৌঁছেচে চন্দ্রগুপ্ত!—চাণক্যকে রাজভোগ খাওয়ানোর চেয়ে তোমার মহত্তর কর্ত্তব্য—গ্রীক্‌সেনার গতিরোধ করা। বিলম্ব কোরো না মহারাজ, সত্বর সেনাবাহিনী নিয়ে তাদের গতিরোধ করো।

চন্দ্রগুপ্ত। রাজধানী?

চাণক্য। মলয়রাজকে রাজধানীতে রেখে যাও। গ্রীক্‌সৈন্য দুর্দ্ধর্ষ, তাদের সেনাপতি সেলুকস্ সুকৌশলী। সেখানে তোমায় নিজেকেই যেতে হবে। বিশেষ প্রয়োজন যদি মনে করো তো আমায় সংবাদ দিও।

[চন্দ্রগুপ্ত অভিবাদন করিয়া চলিয়া যাইতেছিলেন]

আর শোনো—গ্রীকেরা সিন্ধু নদীর এপারে আস্‌বে না, আর আবশ্যক হ'লে তোমায় সেনা দিয়ে সাহায্য করবে এই সর্ত্তে তাদের সঙ্গে সন্ধি কোরো।

[চন্দ্রগুপ্তের প্রস্থান

চাণক্য। গ্রীক্‌দের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া হয়ে যায়—ভালোই। এই যুদ্ধে হয় গ্রীক্ উচ্ছন্ন যাক্, নতুবা সে মগধ-সাম্রাজ্যের এক বিরাট শক্তি-স্তম্ভে পরিণত হোক্।

[দ্বিতীয় গুপ্তচরের প্রবেশ]

—কে?

গুপ্তচর। আমি প্রভু—

চাণক্য। সংবাদ আছে কিছু?

গুপ্তচর। কোষাধ্যক্ষ বিশ্বাসী, প্রভু! কিন্তু—

চাণক্য। কিন্তু কি?

গুপ্তচর। নিতান্ত ভালো মানুষটির মতো আত্মীয়-পর সকলকেই বিশ্বাস করে সে, কার্য্যান্তরে যেতে হ'লে, রাজকোষের ভার যার-তার হাতে দিয়ে যায়।

চাণক্য। আর, নগর-কোটাল?

গুপ্তচর। অবিশ্বাসের কিছু তাতে দেখছি না প্রভু!

চাণক্য। আর, মলয়রাজ?

গুপ্তচর। তিনি মহারাজের যথার্থ হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু।

চাণক্য। তা জানি, যাও—

[গুপ্তচরের প্রস্থান

চাণক্যের মতে—'ন মিত্রেঽপি বিশ্বসেৎ।' তা একান্ত বিশ্বাসী যারা, তাদের উপরেও গুপ্তচর লাগিয়েছি। রাজনীতি-ক্ষেত্রে এ অনিবার্য্য। রাজনীতি-শাস্ত্র যতই আলোচনা করছি—ঈশ্বরের উপরে বিশ্বাসও যেন ততই হারিয়ে ফেলছি। ভারতের শ্রেষ্ঠ রাজনীতিজ্ঞেরা আমাকে 'কৌটিল্য' উপাধি দিয়েছে। ঐ নামেই আমি রাজনীতি-শাস্ত্র রচনা করছি! চন্দ্রগুপ্তের শান্তিময় রাজত্বে হয়তো এ রাজনীতির ব্যবহার হবে না। তবু থাকবে তা ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রের আদর্শ হয়ে।

[তৃতীয় গুপ্তচরের প্রবেশ]

কাজ শেষ ক'রে এসেছো ?

গুপ্তচর। হাঁ প্রভু! কৌশাম্বী-রাজের কাছে আশ্রয় প্রার্থনায় বিমুখ হয়ে ভূতপূর্ব্ব মহারাজ নগর-পথ দিয়ে ফিরছিলেন, সেই সময়ে আমরা কাজ সাবাড় করেছি।

চাণক্য। সপরিবারে ?

গুপ্তচর। মহারাজকে আর তাঁর সব ক'টা ছেলেকে হত্যা করেছি প্রভু! অন্তঃপুরিকাদের ছেড়ে দিয়েছি।

চাণক্য। বেশ করেছো। যাও—

[গুপ্তচরের প্রস্থান

এই নিষ্ঠুরতার নামই রাজনীতি। মানবতার সঙ্গে, সহৃদয়তার সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই। সম্পূর্ণ বিভিন্ন জিনিস।—

[চতুর্থ গুপ্তচরের প্রবেশ]

বৈশালী হ'তে এসেছো ?

গুপ্তচর। না, প্রভু, বৈশালী হ'তে বারাণসীতে গিয়েছিলাম।

চাণক্য। সে তাপসের দল ?

গুপ্তচর। তারাও বারাণসীতে গিয়েছে প্রভু! গয়া হ'তে বৈশালী, বৈশালী হ'তে বারাণসী—যেখানেই তারা যাচ্ছে, দলে-দলে নরনারী তাদের অনুসরণ করছে।

চাণক্য। কি প্রচার কর্‌ছে তারা? বেদবিধির নিন্দা আর শাস্ত্র অমান্যের যুক্তি?

গুপ্তচর। সঙ্গে-সঙ্গে অহিংস-ধর্ম্মের অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা।

চাণক্য। হুঁ—আমি স্থির বুঝেছি,—গ্রীক্ বা অন্য কোনো রাষ্ট্রশক্তি এ সাম্রাজ্যের যতটা ক্ষতি করবে, তার চেয়ে অনেক অনেক বেশী ক্ষতি করবে কপিলাবস্তুর রাজ-সন্ন্যাসী গৌতমের নবীন ধর্ম্ম-সম্প্রাদায়। অনেক চেষ্টায় যে হিন্দু-সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করলুম, সে সাম্রাজ্য হয়তো অর্দ্ধশতাব্দী না যেতেই ম্লেচ্ছ-সাম্রাজ্যে পরিণত হবে। হে ভবিতব্য, আমি অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারি, কিন্তু তোমার গতিরোধ করতে পারি না। আমার হাত ধ'রে তুমি আমায় অনিশ্চিত পরিণতির দিকে নিয়ে চলো প্রভু—

দ্বিতীয় দৃশ্য

[ইন্দ্রপ্রস্থের সীমান্তে চন্দ্রগুপ্তের শিবির। চন্দ্রগুপ্ত ও বন্দী সেলুকস্]

চন্দ্রগুপ্ত। মনে আছে সেলুকস্, মহাবীর আলেক্‌জাণ্ডারের কাছে যুদ্ধ-শিক্ষার্থীরূপে আমি যখন উপনীত হই, তখন শিবির-দ্বারে তুমি আমায় উপেক্ষা ক'রে ফিরিয়ে দিতে গিয়েছিলে! ম্লান-মুখে আমায় ফিরে যেতে দেখে, গ্রীক্-সম্রাট্ কাছে ডেকে নিলেন। অসীম অনুকম্পাভরে প্রগাঢ় স্নেহে আমার কাঁধে হাত দিয়ে বল্‌লেন, 'তোমার কোনো চিন্তা নেই বৎস, আমি নিজে তোমায় আশ্রয় দিলাম।'

সেলুকস্। তাই বুঝি আজ তার প্রতিশোধ নিতে তুমি হিংস্র হয়ে উঠেছো চন্দ্রগুপ্ত?

চন্দ্রগুপ্ত। না সেলুক্‌স্, বহুদিন পরে আজ সেই স্মৃতি, আমার প্রতি গ্রীকের সকল অন্যায়, সকল উপদ্রব ভুলিয়ে দিচ্ছে।

সেলুকস্। এ বিদ্রূপ···

চন্দ্রগুপ্ত। এ বিদ্রূপ নয় সেলুক্‌স্, এ শ্রদ্ধার কথা—হৃদয়ের কথা। এসব কথা তুমি অবশ্য বুঝবে না—কারণ, শ্রদ্ধা আর হৃদয় এ দু'টি জিনিস তোমার কাছে চিরদিন অনাবিষ্কৃতই রয়ে গেছে। কিন্তু আমি তোমাকে কথায় বিশ্বাস করাতে

চাই না, বিশ্বাস করাতে চাই কাজে। তার প্রমাণ দেখ্‌বে? তোমায় মুক্তি দিলাম সেলুকস্‌—

[শৃঙ্খল খুলিয়া দিলেন]

সেলুকস্‌। সত্য?

চন্দ্রগুপ্ত। হাঁ সেলুকস্‌, তুমি মুক্ত—

সেলুকস্‌। কি সর্ত্তে?

চন্দ্রগুপ্ত। শৃঙ্খল-মুক্ত কর্‌বার পরে কি—সর্ত্ত ঠিক করা চলে সেলুকস্‌?

সেলুকস্‌। সর্ত্ত বলো চন্দ্রগুপ্ত, আমি অঙ্গীকার-পত্র লিখে দিচ্ছি—

চন্দ্রগুপ্ত। মহাবীর আলেক্‌জাণ্ডারের পুণ্যময় স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্যে তোমায় আমি বিনাসর্ত্তে মুক্তি দিয়েছি সেলুকস্‌! যদি তোমার শক্তিতে কুলোয়, তাহ'লে ফিরে গিয়ে আবার তুমি মগধ আক্রমণ কোরো। আর যদি তোমার হৃদয়ের কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন হয়ে থাকে সেলুকস্‌, তাহ'লে তুমি ঈশ্বর সাক্ষী রেখে অঙ্গীকার করো যে, সিন্ধুনদের ওপারে নির্ব্বিঘ্নে রাজত্ব কর্‌বে, কখনও শত্রুভাবে এপারে আস্‌বে না।

সেলুকস্‌। এ প্রতিজ্ঞা আমি সন্তুষ্ট মনেই করলাম চন্দ্রগুপ্ত—

চন্দ্রগুপ্ত। কেবল এই নয়, হাতের লৌহ-শৃঙ্খল খুলে, হৃদয়ের স্বর্ণ-শৃঙ্খলে তোমায় বাঁধলাম সেলুকস্‌! এখন বিপদ্‌-

আপদে আমরা হবো পরস্পরের সহায়। আর শোনো—আমাদের এই মিলন-মুহূর্ত্তটির স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ আমি তোমাকে পাঁচ শত হস্তী উপহার দিচ্ছি। তুমি আমাকে কিছু দেবে না সেলুকস্?

সেলুকস্। দেবো—তার আগে আমার কারাবাসের সঙ্গী মেগাস্থানিস্‌কে এখানে এনে দাও—

[চন্দ্রগুপ্তের ইঙ্গিতে অনুচর চলিয়া গেল এবং মুহূর্ত্তমধ্যে মেগাস্থানিস্‌কে আনিয়া উপস্থিত করিল]

সেলুকস্। সব শুনেছো পণ্ডিত?

মেগাস্থানিস্। শুনেছি।

সেলুকস্। চন্দ্রগুপ্ত আমাকে আত্মীয়তার চিহ্নস্বরূপ পাঁচ শত হাতী দিয়েছে, আমি তাকে কি দিই পণ্ডিত? বলো পণ্ডিত, কি দিয়ে আমি ঐ পাঁচশো হাতীর যোগ্য প্রতিদান দেবো? এমন কি আছে আমার?

মেগাস্থানিস্। আছে, সেনাপতি, আছে। এমন রত্ন আপনার ঘরে আছে, যা এই পাঁচশো হাতীর চেয়ে—বোধ করি, মগধ-সাম্রাজ্যের চেয়েও অধিক মূল্যবান্। সেই রত্ন মগধ-সম্রাট্‌কে উপহার দিয়ে আপনি তাঁকে আত্মীয়তা-সূত্রে গ্রথিত করুন সেনাপতি! আপনাদের দু'জনের বন্ধুত্ব স্থায়ী হোক্।

সেলুকস্। কি সে রত্ন?

মেগাস্থানিস্। আপনার সুযোগ্য কন্যা। এ রত্নহার কণ্ঠে পরবার পক্ষে বোধহয় মগধ-সম্রাট্ অনুপযুক্ত হবেন না।

সেলুকস্। না, মগধ-সম্রাজ্ঞী—তথা ভারত-সম্রাজ্ঞী হয়ে আমার কন্যা ধন্যা হবে। চন্দ্রগুপ্ত! আমার এ উপহার তুমি গ্রহণ করো।

চন্দ্রগুপ্ত। (নতজানু হইয়া) এ আমার মহৎ সম্মান গ্রীক্-সম্রাট্!

মেগাস্থানিস্। তাহ'লে সত্বর বিবাহের আয়োজন করা হোক্ সেনাপতি!

চন্দ্রগুপ্ত। আপনারা সকলে আমার রাজধানী পাটলীপুত্রে আসুন সম্রাট্, সেইখানেই সকল অনুষ্ঠান সম্পন্ন হবে। আপনিও আসবেন পণ্ডিতপ্রবর মেগাস্থানিস্।

মেগাস্থানিস্। অবশ্যই আসবো। ভারতীয় দর্শন পাঠ করবার জন্যে কিছুদিন ভারতে অবস্থান করার ইচ্ছা ছিল ভারত-সম্রাট্, আপনার রাজধানীতে আমি গ্রীক্-রাজদূতরূপে অবস্থান করতে চাই।

চন্দ্রগুপ্ত। আপনার সাহচর্য্য পেয়ে আমি ধন্য হবো—কৃতার্থ হবো—সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

তৃতীয় দৃশ্য

[পাটলীপুত্রের রাজপথে মেগাস্থানিস্। পথিকেরা পথ চলিতেছে]

মেগাস্থানিস্। ছদ্মবেশে নগর পরিভ্রমণে বেরিয়েছি, রাজ্যের অবস্থা জান্‌তে। চারিদিকে শান্তির রাজ্য, অশান্তির লেশমাত্র এখানে নেই। ওহে পথিক!

প্রথম। কি বল্‌ছো?

মেগাস্থানিস্। চলেছো কোথায়?

প্রথম। কেন? বাড়ীতে!

মেগাস্থানিস্। বাড়ী ফির্‌ছো? কোত্থেকে?

প্রথম। যন্ত্রালয় থেকে।

মেগাস্থানিস্। সেখানে কাজ করো বুঝি? কিসের কাজ?

প্রথম। তাঁতের। রাজ-যন্ত্রালয়ে আমরা একশো তাঁতী একশো তাঁতে কাজ করি।

মেগাস্থানিস্। আর, তুমি?

দ্বিতীয়। আমি করি—স্থপতির কাজ।

মেগাস্থানিস্। (তৃতীয়ের প্রতি) তুমি বুঝি শিল্পী? তোমার কানে তুলি দেখে তাই বুঝ্‌ছি। তোমরা কি সবাই মাইনে পাও?

দ্বিতীয়। মাইনে!

মেগাস্থানিস্। এই যে শ্রম করো, এর বিনিময়ে পারিশ্রমিক পাও কি?

তৃতীয়। আমাদের শিল্পজাত দ্রব্যের যা মূল্য তাই পাই—

মেগাস্থানিস্। সব?

তৃতীয়। এক-পঞ্চমাংশ যায় রাজকোষে আর বাকীটা পাই আমরা।

মেগাস্থানিস্। আচ্ছা, তোমরা যাও। ওহে, সহর-কোটাল! তুমি বুঝি নগর রক্ষা করো?

[সহর-কোটালের প্রবেশ]

কোটাল। নগর-রক্ষা আবার কি? তবে কেউ যাতে কোনো বিপদে না পড়ে, তা' দেখি বটে।

মেগাস্থানিস্। দস্যু-তস্করদের হাত হ'তে নাগরিকদের রক্ষা করাও বুঝি তোমার কাজ?

কোটাল। দস্যু-তস্কর? চন্দ্রগুপ্তের পাটলীপুত্রে?

মেগাস্থানিস্। তুমি কি বল্‌তে চাও, এখানে একজনের জিনিস আর-একজনে চুরি করে না?

কোটাল। চুরি! কেন করবে?

মেগাস্থানিস্। আহা, কারুর কোনো জিনিস যদি অরক্ষিত প'ড়ে থাকে, অন্য কেউ তা নিয়ে যায় না?

কোটাল। পাগল হয়েছো? যার জিনিস, সে ছাড়া অন্যে নিতে যাবে কেন?

মেগাস্থানিস্। রাত্রে লোকে কি করে? দরজা বন্ধ ক'রে শোয় না?

কোটাল। না, দরজা খোলাই রাখে।

মেগাস্থানিস্। কেউ এসে যদি জোর ক'রে জিনিস-পত্র, টাকা-কড়ি সব নিয়ে যায়?

কোটাল। কেউ নেবে না, যার দরকার হবে, সে উপার্জ্জন কর্‌বে।

মেগাস্থানিস্। তাহ'লে তোমরা রয়েছো কেন?

কোটাল। আমরা রয়েছি কেন, তা এখনি জান্‌তে পারবেন।

[ছুটিয়া জনৈক লোকের প্রবেশ]

লোক। কোটালমশাই! কোটালমশাই!

কোটাল। কিছু পেয়েছো বুঝি বাপু?

লোক। হাঁ কোটালমশাই, আমার বাড়ীর সাম্‌নে রাস্তার ওপরে এই স্বর্ণালঙ্কার পেয়েছি। কেউ ফেলে গেছে নিশ্চয়। এই নিন্, যার জিনিস তাকে ফিরিয়ে দেবেন।

[লোকটির প্রস্থান

কোটাল। দেখলেন, এই হচ্ছে আমাদের কাজ। এখন

এই জিনিসের মালিককে খুঁজে বের করবো, জিনিস নিয়ে সকলকে দেখিয়ে যাবো, যে বলবে আমার, তাকে দেবো।

মেগাস্থানিস্। জিনিসের সত্যিকার মালিক ছাড়া অন্য কেউ যদি নিজের ব'লে দাবী করে ?

কোটাল। কেউ করবে না—মিথ্যা বলতে এ রাজ্যে কেউ অভ্যস্ত নয়।

মেগাস্থানিস্। কেউ নয় ?

কোটাল। কেউ নয়। এবারে যাই ?

মেগাস্থানিস্। যাও।

[কোটালের প্রস্থান

আশ্চর্য্য ! এদেশে কেউ চুরি-ডাকাতি করতে জানে না, মিথ্যা বলতেও কেউ অভ্যস্ত নয়। এমন দেশ যে পৃথিবীতে আছে, তা জানতাম না। এ কি স্বর্গ ?

[চন্দ্রগুপ্তের প্রবেশ]

চন্দ্রগুপ্ত। স্বর্গ নয় বিদেশী, পৃথিবীতে স্বর্গের ছায়া। কিন্তু এ-দেশের যা মহার্ঘতম বস্তু, তাই আপনি এখনো দেখেন নি।

মেগাস্থানিস্। কি সে বস্তু সম্রাট্ ?

চন্দ্রগুপ্ত। এ-দেশের ব্রাহ্মণ। আতপান্ন মাত্র ভোজন ক'রে, মৃগচর্ম্মে ব'সে একটা রাজ্য শাসন করতে পারে কেউ, এমন ধারণা করতে পারেন আপনি ? পৃথিবীতে দেবতার জীবন্ত বিগ্রহ সেই ব্রাহ্মণ···

[চাণক্যের প্রবেশ]

দেখুন চেয়ে—বল্‌তে-বল্‌তে আপনার সুমুখে উপস্থিত। এই ব্রাহ্মণের মস্তিষ্কে বিস্তীর্ণ মগধ-সাম্রাজ্যের রাজ-তন্ত্র পরিচালিত। এই নগ্ন-দেহ ঈশ্বর-কৃপা-মাত্র সম্বল আতপান্নভোজী দেবতাত্মা জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ, বিখ্যাত কৌটিল্য-শাস্ত্রের রচয়িতা—

মেগাস্থানিস্। কৌটিল্য-শাস্ত্রের রচয়িতা ইনি? তাহ'লে তো পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রাজনীতিক ইনিই! আমি—আমি কিভাবে এঁর সম্বর্দ্ধনা করবো মহারাজ?

চাণক্য। সম্বর্দ্ধনার জন্যে ব্যস্ত হ'তে হবে না গ্রীকপণ্ডিত! আজ আমরা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দুই বিদ্যান্বেষী পরস্পরের হাতে হাত দিয়ে জ্ঞান-সমুদ্র মন্থনে রত হবো মণীষি! আর উভয়েই সমভাবে শির নত করবো মৌর্য্যবংশের স্থাপয়িতা ভারত-সম্রাট্‌ চন্দ্রগুপ্তের পবিত্র উষ্ণীষের সুমুখে—যাঁর রাজত্বে চুরি-ডাকাতির স্থান নাই, মিথ্যার স্থান নাই, পাপের স্থান নাই—জগতে তিনি সত্য-সত্যই সত্যের, ধর্ম্মের এবং মহাশক্তির অবতার!

উজ্জ্বল দৃশ্য

বাউলের গীত।

জয় সত্যের জয়,—

সত্যের ওড়ে বিজয়-কেতন,

আজি আর কেহ নহে অচেতন

ধর্ম্মের পথে সত্যের রথে

চ'ড়ে যাবো নিশ্চয়।

ধর্ম্মরাজ্যে—সত্য বিচার

ঘুচে' মুছে যাবে মিথ্যা আচার,

ধর্ম্মের বাণী হইবে প্রচার,

নাহি নাহি আর ভয়।

চন্দ্রের আলো ঝলে ঝলমল্

শত শত প্রাণ হোক্ সুশীতল—

জয় চাণক্য, চন্দ্রগুপ্ত

ধর্ম্মের ধ্বজা বয়।

যবনিকা